যুগান্তর

তারিখ ... 20 SEP 2015 ..
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

বরিশালের মাধবপাশা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শিক্ষক নেই চারুকারু ও আইসিটির

প্রাচুর্য রানা, *বরিশাল ব্যুরো* ও
শাহজাহান খান, *বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি*

বরিশালের মাধবপাশা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী ৫৯৫ জন। বিদ্যালয়টির ১৯ শিক্ষকের মধ্যে দু'জন মাস্টার ট্রেইনার থাকলেও সৃজনশীলে প্রশিক্ষণ পাননি ১০ জন। ফলে শিক্ষকরা ক্লাসে সৃজনশীল পদ্ধতিতে সঠিকভাবে পাঠদান করতে পারছেন না এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই বাধ্য হয়ে গাইড বইয়ের

নেই : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৭

নেই : শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এমনকি সৃজনশীলের প্রশ্নও শিক্ষকরা নিজেরা করেন না। তা আনা হয় শিক্ষক সমিতি থেকে। তার ওপর চারুকারু, আইসিটি ও কর্মমুখী শিক্ষায় কোনো শিক্ষকই নেই। হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষক পড়ান চারুকারু— যার এ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণই নেই। সৃজনশীল পদ্ধতিতে অনেক কম পড়েই পাস করা যায় বলে অভিযোগ বেশিরভাগ শিক্ষকের। এমনকি ভুল উত্তর লিখেও নম্বর পেয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ফলে জ্ঞানার্জনের কোটা শূন্যই থেকে যায় বলে দাবি শিক্ষকদের। তারা জানান, তেমন কিছু না জানলেও শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে এক নম্বর করে খুব সহজেই ২৩-২৪ নম্বর পেয়ে যাচ্ছে। আর বহু নির্বাচনী পরীক্ষায় না জেনে উত্তর দিলেও অনেক সময় ৯-১০ নম্বর পাওয়া যায়। যার ফলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। আগে অংকে ভুল করলে কোনো নম্বর পাওয়া যেত না। কিন্তু এখন কিছু না কিছু নম্বর পাওয়া যায়। দশম শ্রেণীর তাসলিমা ও খুশি জানায়, আগে একটি প্রশ্নের দুটি ধাপের একটি না পারলেই অর্ধেক নম্বর কাটা যেত। অথচ এখন অনেকগুলো প্রশ্ন থাকায় একটি পারলেও নম্বর পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান ও গণিতের ক্লাসে শিক্ষকদের পড়া বেশিরভাগ সময়ই বুঝতে পারে না বলে জানায় অষ্টম শ্রেণীর সানজিদা আক্তার। নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আসমা জানায়, সৃজনশীল পড়াতে গিয়ে অনেক সময়ই শিক্ষকরা মূল বিষয় ছেড়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে সময় পার করেন। ফলে বেশিরভাগ সময় তাদের গাইড বইয়ের সহায়তা নিতে হয়।

প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন জানান, সৃজনশীল পদ্ধতি পড়াশোনার মানকে আরও উন্নত করবে। কিন্তু নতুন শিক্ষকরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হওয়ায় তারা ক্লাসে এগোতে পারছে না। তাছাড়া শুধু সৃজনশীল পদ্ধতিই নয়, আইসিটি, চারুকারু, কর্মমুখী শিক্ষায় কোনো শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়তে হচ্ছে আরও বিপাকে। চারুকারুর মতো একটি সৃজনশীল বিষয়ে ক্লাস নিতে হচ্ছে হিসাববিজ্ঞানের মতো তাত্ত্বিক বিষয়ের শিক্ষক নিলুফা ইয়াসমিনকে। যার এ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ নেই। আর এজন্য শিক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতায় যাই লেখক না কেন তাকে উত্তীর্ণ করে দেয়া হচ্ছে। এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কিছুই শিখছে না।

এ জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে জানান প্রধান শি[illegible]ক। বিজ্ঞান শিক্ষক গোলাম রহমান জানান, তিন দিনের প্রশিক্ষণের দু'দিনই যায় প্রশিক্ষণ [illegible] যাওয়া-আসায়। বাকি সময়ে যা প্রশিক্ষণ পাওয়া গেছে বাস্তবে ক্লাসে তা কতটুকু ফল [illegible] তা সন্দেহজনক। পদার্থ শিক্ষক মো. জসিম উদ্দিন জানান, চার ধাপে বিভক্ত এই পদ্ধ[illegible] খুব ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বেশিরভাগ সময় পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও ব্যব[illegible] যন্ত্রপাতির অভাবে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষাটাই দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। গণিতের [illegible] শাহদাত হোসেন ও শাহনাজ দাবি করেন, গণিতের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে ক[illegible] ১৫ দিন প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত।

দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের কথা স্বীকার করে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি [illegible] আবেদিন হাওলাদার জানান, শিক্ষকরা নিজেরাই ভালো[illegible] বিষয়টি বুঝতে না [illegible] স্কুলের সাময়িক পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্নপত্র নিয়ে আসতে হচ্ছে শিক্ষক সমিতি থেকে। তবে এই পদ্ধতিতে ফলে নকল প্রবণতা বন্ধ হয়েছে বলে তিনি জানান।